# তৃতীয় অধ্যায়

# মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান

*রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার উপর পশ্চিমা বিশ্ব ও ইউরোপের নানাবিধ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে বিশ্ববাজার ব্যবস্থা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। একদিকে যেমন মুদ্রাবাজারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়, অপরদিকে সরবরাহ চেইন বিঘ্নিত হওয়ায় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। আইএমএফ এর 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক এপ্রিল ২০২৩' অনুযায়ী ২০২৩ এর মূল্যস্ফীতির প্রক্ষেপন দাঁড়িয়েছে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের জন্য ৪.৭ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের জন্য ৮.৬ শতাংশ যা ২০২২ সালে ছিল যথাক্রমে ৭.৩ শতাংশ এবং ৯.৮ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৬.১৫ শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৫.৫৬ শতাংশ। এ ছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০২২ এ ৭.৪৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জানুয়ারি ২০২৩ এ দাঁড়িয়েছে ৮.৫৭ শতাংশ। এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০২২ এ ৮.১৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জানুয়ারি ২০২৩ এ দাঁড়িয়েছে ৭.৭৬ শতাংশ। একই সময়ে খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০২৩ এ ৬.৩৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জানুয়ারি ২০২৩ এ দাঁড়িয়েছে ৯.৮৪ শতাংশ। বিবিএস পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২২ (সাময়িক) অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৭.৩৪ কোটি (পুরুষ ৪.৭৫ কোটি এবং নারী ২.৫৯ কোটি)। এ শ্রমশক্তির মধ্যে ৭.০৮ কোটি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। কৃষি খাতে নিয়োজিত রয়েছে মোট শ্রমশক্তির ৪৫.৩৩ শতাংশ, সেবা খাতে নিয়োজিত রয়েছে মোট শ্রমশক্তির ৩৭.৬৫ শতাংশ এবং শিল্প খাতে নিয়োজিত রয়েছে মোট শ্রমশক্তির ১৭.০২ শতাংশ। বাংলাদেশের মজুরি হার সূচক (ভিত্তি বছর ২০১০-২০১১) অনুসারে নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ১১৮.৮২ পয়েন্ট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে হয়েছে ২২০.৬৮ পয়েন্ট। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসৃজনের পাশাপাশি বেকারত্ব হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৯.৮৯ লক্ষ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২.৮০ লক্ষ লোক কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশ গমন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত প্রবাস আয় ছিল ২১,০৩১.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৫.১২ শতাংশ কম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রেরিত প্রবাস আয় ১৪,০১৩.৪০ মিলিয়ন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.২৮ শতাংশ বেশী। বৈশ্বিক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের অর্থ-প্রদানের ঘাটতি রোধ করতে সরকার অভিবাসীদের জন্য রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে অনেক সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বৈধ পথে প্রবাস আয় প্রেরণে বর্ধিত ব্যয় লাঘব করা, বৈধ পথে প্রবাস আয় প্রেরণকে উৎসাহিত করার জন্য প্রবাস আয়ে ২ শতাংশের পরিবর্তে ২.৫০ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদান করা, রেমিট্যান্স প্রেরণ ও গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজীকরণ করাসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার।*

### বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার উপর পশ্চিমা বিশ্ব ও ইউরোপের নানাবিধ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে বিশ্ববাজারে অস্থিরতা বিরাজ করছে। একদিকে যেমন মুদ্রাবাজারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়, অপরদিকে সরবরাহ চেইন বিঘ্নিত হওয়ায় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত খাদ্য ও জ্বালানি মূল্যের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। আইএমএফ এর 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক এপ্রিল ২০২৩' অনুযায়ী ২০২৩ এর মূল্যস্ফীতির প্রক্ষেপন দাঁড়িয়েছে উন্নত দেশের জন্য ৪.৭ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশের জন্য ৮.৬ শতাংশ। সারণি ৩.১ ও লেখচিত্র ৩.১-এ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের ২০১৫ থেকে ২০২২ বছর পর্যন্ত সময়ের মূল্যস্ফীতির গতিধারা এবং ২০২৩ ও ২০২৪ সালের প্রক্ষেপণ দেখানো হলোঃ

**সারণি ৩.১ঃ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি (%)**

| | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩* | ২০২৪* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি | ০.৩ | ০.৭ | ১.৭ | ২.০ | ১.৪ | ০.৭ | ৩.১ | ৭.৩ | ৪.৭ | ২.৬ |
| বিকাশমান বাজার অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি | ৪.৮ | ৪.৪ | ৪.৫ | ৪.৯ | ৫.১ | ৫.২ | ৫.৯ | ৯.৮ | ৮.৬ | ৬.৫ |

উৎস: আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৩ *প্রক্ষেপিত

**লেখচিত্র ৩.১ ঃ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি**

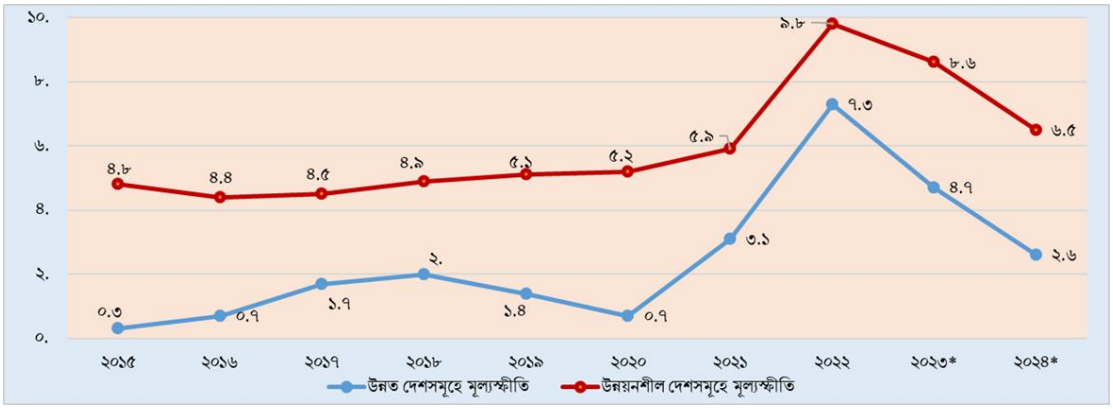


উৎস: আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক প্রতিবেদন, এপ্রিল ২০২৩ *প্রক্ষেপিত

## বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপি জ্বালানি ও খাদ্যের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। IMF কর্তৃক প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৩' এর তথ্যমতে, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে এবং দ্রব্যমূল্যের চাপ বৃদ্ধির ফলে ২০২৩ সালে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ৭.০ শতাংশ, যা 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৩' এর জানুয়ারিতে প্রাক্কলিত মূল্যস্ফীতির চেয়ে ০.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। সারণি ৩.২ এ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতির গতিধারা এবং সারণি ৩.৩-এ ২০২১-২২ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির গতিধারা উল্লেখ করা হলোঃ

**সারণি ৩.২ঃ জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি**

(ভিত্তি বছর ২০০৫-২০০৬=১০০)

| | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সাধারণ সূচক (মূল্যস্ফীতি) | ১৫৬.৫৯ (১০.৯১) | ১৭০.১৯ (৮.৬৯) | ১৮১.৭৩ (৬.৭৮) | ১৯৫.০৮ (৭.৩৫) | ২০৭.৫৮ (৬.৪১) | ২১৯.৮৬ (৫.৯২) | ২৩১.৮২ (৫.৪৪) | ২৪৫.২২ (৫.৭৮) | ২৫৮.৬৫ (৫.৪৮) | ২৭৩.২৬ (৫.৬৫) | ২৮৮.৪৪ (৫.৫৬) | ৩০৬.১৮ (৬.১৫) |
| খাদ্য সূচক (মূল্যস্ফীতি) | ১৭০.৪৮ (১৪.১১) | ১৮৩.৬৫ (৭.৭২) | ১৯৩.২৪ (৫.২২) | ২০৯.৭৯ (৮.৫৬) | ২২৩.৮০ (৬.৬৮) | ২৩৪.৭৭ (৪.৯০) | ২৪৮.৯০ (৬.০২) | ২৬৬.৬৪ (৭.১৩) | ২৮১.৩৩ (৫.৫১) | ২৯৬.৮৬ (৫.৫৬) | ৩১৩.৮৬ (৫.৭৩) | ৩৩২.৮৬ (৬.০৫) |
| খাদ্য-বহির্ভূত সূচক (মূল্যস্ফীতি) | ১৩৮.৭৭ (৬.২১) | ১৫২.৯৪ (১০.২১) | ১৬৬.৯৭ (৯.১৭) | ১৭৬.২৩ (৫.৫৫) | ১৮৬.৭৯ (৫.৯৯) | ২০০.৬৬ (৭.৪৩) | ২০৯.৯২ (৪.৬১) | ২১৭.৭৬ (৩.৭৪) | ২২৯.৫৮ (৫.৪৩) | ২৪৩.০০ (৫.৮৫) | ২৫৫.৮৫ (৫.২৯) | ২৭১.৯৮ (৬.৩১) |

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৩.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১০-১১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল সর্বোচ্চ ১০.৯১ শতাংশ, যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হয় সর্বনিম্ন ৫.৪৪ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৬.১৫ শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৫.৫৬ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬.০৫

শতাংশ এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.৩১ শতাংশ। নিচের সারণি ৩.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০২২ এ ৭.৪৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জানুয়ারি ২০২৩ এ দাঁড়িয়েছে ৮.৫৭ শতাংশ। এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০২২ এ ৮.১৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জানুয়ারি ২০২৩ এ দাঁড়িয়েছে ৭.৭৬ শতাংশ। একই সময়ে খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০২৩ এ ৬.৩৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জানুয়ারি ২০২৩ এ দাঁড়িয়েছে ৯.৮৪ শতাংশ। সরকার মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার নিমিত্ত সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জনগণ যাতে ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারে সেজন্য গত ১৭ অক্টোবর ২০২২ হতে ৩০ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সারাদেশে ওএমএস কার্যক্রমে দৈনিক মোট ২,৭৬৪ মেট্রিক টন (মাসিক সর্বোচ্চ ২২ বিক্রয় দিবস ) চাল বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**সারণি ৩.৩ ঃ ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির (Point to point) ধারা**

(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬=১০০)

| পর্যায় | মূল্যস্ফীতির ধরণ | ২০২১-২২ | জুলাই ২০২২ | আগস্ট ২০২২ | সেপ্টেম্বর ২০২২ | অক্টোবর ২০২২ | নভেম্বর ২০২২ | ডিসেম্বর ২০২২ | জানুয়ারি ২০২৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জাতীয় | সাধারণ | ৬.১৫ | ৭.৪৮ | ৯.৫২ | ৯.১০ | ৮.৯১ | ৮.৮৫ | ৮.৭১ | ৮.৫৭ |
| | খাদ্য | ৬.০৫ | ৮.১৯ | ৯.৯৪ | ৯.০৮ | ৮.৫০ | ৮.১৪ | ৭.৯১ | ৭.৭৬ |
| | খাদ্য-বহির্ভূত | ৬.৩১ | ৬.৩৯ | ৮.৮৫ | ৯.১৩ | ৯.৫৮ | ৯.৯৮ | ৯.৯৬ | ৯.৮৪ |
| গ্রাম | সাধারণ | ৬.৪২ | ৮.০২ | ৯.৭০ | ৯.১৩ | ৮.৯২ | ৮.৯৪ | ৮.৮৬ | ৮.৬৭ |
| | খাদ্য | ৬.৫১ | ৮.৭৯ | ৯.৯৮ | ৮.৯৫ | ৮.৩৮ | ৮.২৩ | ৮.১১ | ৭.৯২ |
| | খাদ্য-বহির্ভূত | ৬.২৫ | ৬.৫৮ | ৯.১৮ | ৯.৪৮ | ৯.৯৮ | ১০.৩১ | ১০.২৯ | ১০.১২ |
| শহর | সাধারণ | ৫.৬৬ | ৬.৫১ | ৯.১৮ | ৯.০৩ | ৮.৯০ | ৮.৭০ | ৮.৪৩ | ৮.৩৯ |
| | খাদ্য | ৫.০২ | ৬.৮৪ | ৯.৮৭ | ৯.৩৬ | ৮.৭৫ | ৭.৯৫ | ৭.৪৫ | ৭.৪১ |
| | খাদ্য-বহির্ভূত | ৬.৩৮ | ৬.১৫ | ৮.৪২ | ৮.৬৬ | ৯.০৭ | ৯.৫৪ | ৯.৫১ | ৯.৪৮ |

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

## মজুরি হার সূচক

বিবিএস ১৯৭৪ সাল হতে ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করে। বর্তমানে ২০১০-১১ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক নির্ণয় করা হয়। সারণি ৩.৪ এ পরিবর্তিত ভিত্তি বছর অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মজুরি হার সূচক ও শ্রমিকদের মজুরি প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) উল্লেখ করা হলোঃ

**সারণি ৩.৪ঃ মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার**

(ভিত্তি বছরঃ ২০১০-১১=১০০)

| বছর | নামিক মজুরি হার সূচক | | | | প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | সাধারণ | কৃষি | শিল্প | সেবা | সাধারণ | কৃষি | শিল্প | সেবা |
| ২০১৩-১৪ | ১১৮.৮২ | ১১৮.৪৪ | ১১৯.০৭ | ১২০.১৬ | ৫.৫০ | ৫.৬৮ | ৪.৯৭ | ৫.৭৫ |
| ২০১৪-১৫ | ১২৪.৬৯ | ১২৪.৫১ | ১২৪.৩৮ | ১২৬.১৫ | ৪.৯৪ | ৫.১২ | ৪.৪৭ | ৪.৯৮ |
| ২০১৫-১৬ | ১৩২.৮১ | ১৩২.৪৮ | ১৩২.০২ | ১৩৬.০৩ | ৬.৫২ | ৬.৪১ | ৬.১৬ | ৭.৮৬ |
| ২০১৬-১৭ | ১৪১.৪৬ | ১৪১.২২ | ১৪০.২৭ | ১৪৫.০১ | ৬.৫০ | ৬.৫৯ | ৬.২৪ | ৬.৬০ |
| ২০১৭-১৮ | ১৫০.৫৯ | ১৫০.২৭ | ১৪৯.৪৫ | ১৫৪.৪৪ | ৬.৪৬ | ৬.৪০ | ৬.৫৫ | ৬.৫১ |
| ২০১৮-১৯ | ১৬০.২৩ | ১৫৯.৯২ | ১৫৮.৭৪ | ১৬৪.৭৮ | ৬.৪০ | ৬.৪২ | ৬.২২ | ৬.৬৯ |
| ২০১৯-২০ | ১৭০.৩৯ | ১৭০.২৮ | ১৬৮.২৪ | ১৭৫.৩৩ | ৬.৩৫ | ৬.৪৮ | ৫.৯৯ | ৬.৪১ |
| ২০২০-২১ | ১৮০.৮৩ | ১৮১.১৬ | ১৭৭.৫২ | ১৮৫.৯৯ | ৬.১২ | ৬.৩৯ | ৫.৫১ | ৬.০৭ |
| ২০২১-২২ | ১৯১.৮০ | ১৯২.২১ | ১৮৭.৮৩ | ১৯৯.৪২ | ৬.০৬ | ৬.১০ | ৫.৮৫ | ৬.৩২ |
| ২০২২-২৩* | ২০২.৬৮ | ২০৩.০৩ | ১৯৮.৬০ | ২০৯.৪০ | ৬.৯১ | ৬.৮৪ | ৬.৯৮ | ৭.১৫ |

**উৎসঃ** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত

লক্ষণীয়, ২০১৩-১৪ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক গড়ে প্রায় ৬.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) এ সূচক পূর্ববর্তী বছরের ১৯১.৮০ হতে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২০২.৬৮ পয়েন্টে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) খাতভিত্তিক মজুরির হার সূচক কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৬.৮৪, ৬.৯৮ ও ৭.১৫ শতাংশ।

### শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

বিবিএস দেশের শ্রমশক্তির সার্বিক চিত্র নিরূপণের লক্ষ্যে শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) পরিচালনা করে থাকে। এ জরিপের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব সংক্রান্ত শ্রমবাজার ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চিত্র পাওয়া যায়। মার্চ ২০২৩ এ বিবিএস প্রকাশিত 'শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২২' (সাময়িক) অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৭.৩৪ কোটি। এর মধ্যে পুরুষ ৪.৭৫ কোটি এবং মহিলা ২.৫৯ কোটি। কর্মক্ষম জনশক্তির মধ্যে ৭.০৮ কোটি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির বিভাজনে দেখা যায় যে, কর্মে নিয়োজিত জনশক্তির প্রধান অংশ প্রায় ৪৫.৩৩ শতাংশ কৃষিতে, ৩৭.৬৫ শতাংশ সেবা খাতে ও ১৭.০২ শতাংশ শিল্প খাতে নিয়োজিত রয়েছে। ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের, ২০১০, ২০১৩ সালের এবং ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতওয়ারি শ্রমিকের (১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে) অংশ সারণি ৩.৫ এ দেখানো হলোঃ

**সারণি ৩.৫: শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ (%)**

(১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)

| খাত | এলএফএস ১৯৯৫-৯৬ | এলএফএস ১৯৯৯-০০ | এলএফএস ২০০২-০৩ | এলএফএস ২০০৫-০৬ | এলএফএস ২০১০ | এলএফএস ২০১৩ | এলএফএস ২০১৫-১৬ | এলএফএস ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কৃষি, বনজ ও মৎস্য | ৪৮.৮৫ | ৫০.৭৭ | ৫১.৬৯ | ৪৮.১০ | ৪৭.৩০ | ৪৫.১০ | ৪২.৭০ | ৪০.৬২ |
| খনিজ ও খনন | - | ০.৫১ | ০.২৩ | ০.২১ | ০.১৮ | ০.৪০ | ০.২০ | ০.২০ |
| ম্যানুফ্যাকচারিং | ১০.০৬ | ৯.৪৯ | ৯.৭১ | ১০.৯৭ | ১২.৩৪ | ১৬.৪০ | ১৪.৪০ | ১৪.৪৩ |
| বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি | ০.২৯ | ০.২৬ | ০.২৩ | ০.২১ | ০.১৮ | ০.২০ | ০.৩০ | ০.২০ |
| নির্মাণ | ২.৮৭ | ২.৮২ | ৩.৩৯ | ৩.১৬ | ৪.৭৯ | ৩.৭০ | ৫.৬০ | ৫.৫৮ |
| বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট | ১৭.২৪ | ১৫.৬৪ | ১৫.৩৪ | ১৬.৪৫ | ১৫.৪৭ | ১৪.৫০ | ১৩.৪০ | ১৪.৩৪ |
| পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ | ৬.৩২ | ৬.৪১ | ৬.৭৭ | ৮.৪৪ | ৭.৩৭ | ৬.৪০ | ৯.৪০ | ১০.৫০ |
| অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ | ০.৫৭ | ১.০৩ | ০.৬৮ | ১.৪৮ | ১.৮৪ | ১.৩০ | ১.৬০ | ১.৯৭ |
| পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ | ১৩.৮০ | ১৩.০৭ | ৫.৬৪ | ৫.৪৯ | ৬.২৬ | ৬.২০ | ৬.২০ | ৬.০৮ |
| স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা | - | - | ৬.৩২ | ৫.৪৯ | ৪.২৪ | ৫.৮০ | ৬.২০ | ৬.০৮ |
| **মোট** | **১০০.০০** | **১০০.০০** | **১০০.০০** | **১০০.০০** | **১০০.০০** | **১০০.০০** | **১০০.০০** | **১০০.০০** |

উৎসঃ বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭।

### বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয়

কোভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আমদানি নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থাদি ও রেমিট্যান্সের অন্তর্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের সংকোচনকে কমিয়ে আনতে সহায়তা করছে। মহামারি পরবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিক বিদেশে গমন করছেন। এটা আশা করা যাচ্ছে, উচ্চ বিনিময় হার, ২.৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ অভিবাসীরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ আনুষ্ঠানিক আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারবে। বৈশ্বিক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের অর্থ-প্রদানের ঘাটতি রোধ করতে, বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অভিবাসীদের জন্য রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে অনেক সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে। এই পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদান এবং রেমিট্যান্স প্রেরণ ও গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) প্রায় ৭,৩৪,০০০ শ্রমিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে গমন করে। তাছাড়া একই সময়ে, রেমিট্যান্স প্রবাহে

উর্ধ্বমুখী ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় তা শতকরা ৪.২৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৩.৬ ও লেখচিত্র ৩.২ এ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের সংখ্যা এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাহের গতিধারা দেখানো হলোঃ

**সারণি ৩.৬ ঃ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ**

| অর্থবছর | কর্মজীবীর সংখ্যা (হাজার) | প্রেরিত অর্থের পরিমাণ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | মিলিয়ন ডলার | প্রবৃদ্ধি (%) | কোটি টাকা | প্রবৃদ্ধি (%) |
| ২০১২-১৩ | ৪৪১ | ১৪৪৬১.১৫ | ১২.৬০ | ১১৫৬৪৬.১৬ | ১৩.৫১ |
| ২০১৩-১৪ | ৪০৯ | ১৪২২৮.৩০ | -১.৬১ | ১১০৫৮২.৩৭ | -৪.৩৮ |
| ২০১৪-১৫ | ৪৬২ | ১৫৩১৬.৯১ | ৭.৬৫ | ১১৮৯৮২.৩২ | ৭.৬০ |
| ২০১৫-১৬ | ৬৮৫ | ১৪৯৩১.১৪ | -২.৫২ | ১১৬৮৫৬.৭০ | -১.৭৯ |
| ২০১৬-১৭ | ৯০৫ | ১২৭৬৯.৪৫ | -১৪.৪৮ | ১০১০৯৯.৬২ | -১৩.৪৮ |
| ২০১৭-১৮ | ৮৮০ | ১৪৯৮১.৬৯ | ১৭.৩২ | ১২৩১৫৬.০১ | ২১.৮২ |
| ২০১৮-১৯ | ৬৯৩ | ১৬৪১৯.৬৩ | ৯.৬০ | ১৩৮০০৭.০০ | ১২.০৬ |
| ২০১৯-২০ | ৫৩১ | ১৮২০৫.০১ | ১০.৮৭ | ১৫৪৩৫২.০০ | ১১.৮৪ |
| ২০২০-২১ | ২৮০ | ২৪৭৭৭.৭১ | ৩৬.১০ | ২১০১৩০.৬ | ৩৬.১৪ |
| ২০২১-২২ | ৯৮৯ | ২১০৩১.৬৮ | -১৫.১২ | ১৮১৫৮০.৫৪ | -১৩.৫৯ |
| ২০২১-২২* | ৫৭৬ | ১৩৪৩৮.৫৩ | -১৯.৪৭ | ১১৪৮৯০.৫০ | -১৮.৮২ |
| ২০২২-২৩* | ৭৩৪ | ১৪০১৩.৩৯ | ৪.২৮ | ১৩৬১৭৪.৭৬ | ১৮.৫৩ |

উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

**লেখচিত্র ৩.২: জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিধারা**

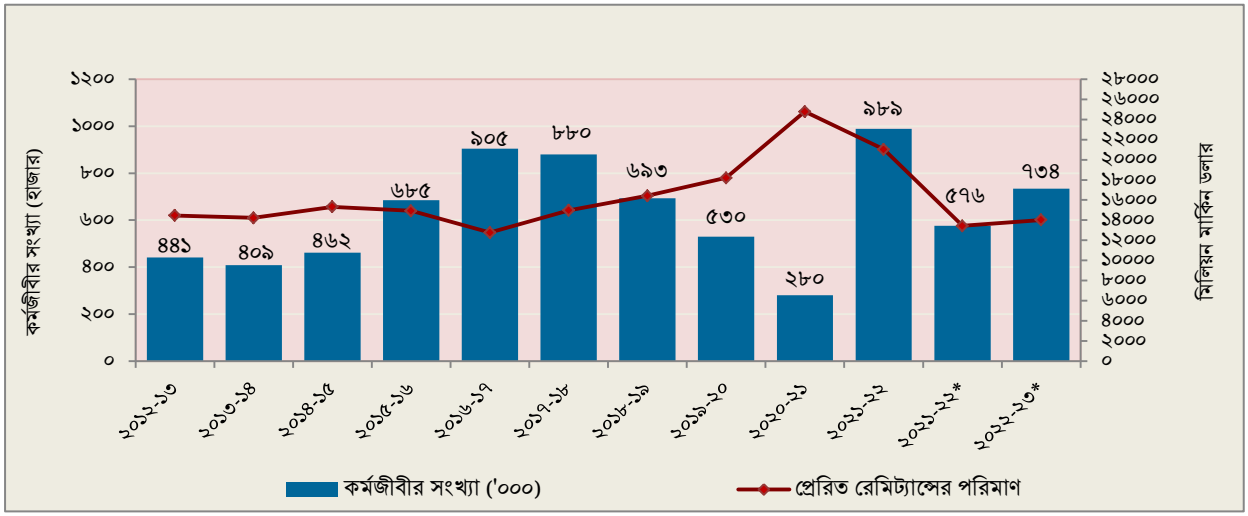


উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,বাংলাদেশ ব্যাংক। *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

উল্লেখ্য, ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রবাস আয় এবং রপ্তানি আয়ে প্রবাস আয়ের অনুপাত আগের অর্থবছরের তুলনায় কমেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবাস আয়ের পরিমাণ জিডিপি'র প্রায় ৪.৫৬ শতাংশে এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৪২.৭১ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র প্রায় ৬.০৩ শতাংশ এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৬৭.১৪ শতাংশ। সারণি ৩.৭ এবং লেখচিত্র ৩.৩ এ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স দেখানো হলোঃ

**সারণি ৩.৭ঃ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স**

| অর্থবছর | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জিডিপির শতকরা হার | ৯.৬৪ | ৮.২৩ | ৭.৮৭ | ৫.৬৩ | ৫.১১ | ৪.৬৬ | ৪.৬৭ | ৪.৮৭ | ৬.০৩ | ৪.৫৬ |
| রপ্তানির শতকরা হার | ৫৪.৪৩ | ৪৭.১৩ | ৪৯.০৮ | ৪৩.৫৯ | ৩৭.৫৪ | ৪১.২৯ | ৪১.৪৬ | ৫৬.৬৮ | ৬৭.১৪ | ৪২.৭১ |

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

**লেখচিত্র ৩.৩: জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স**

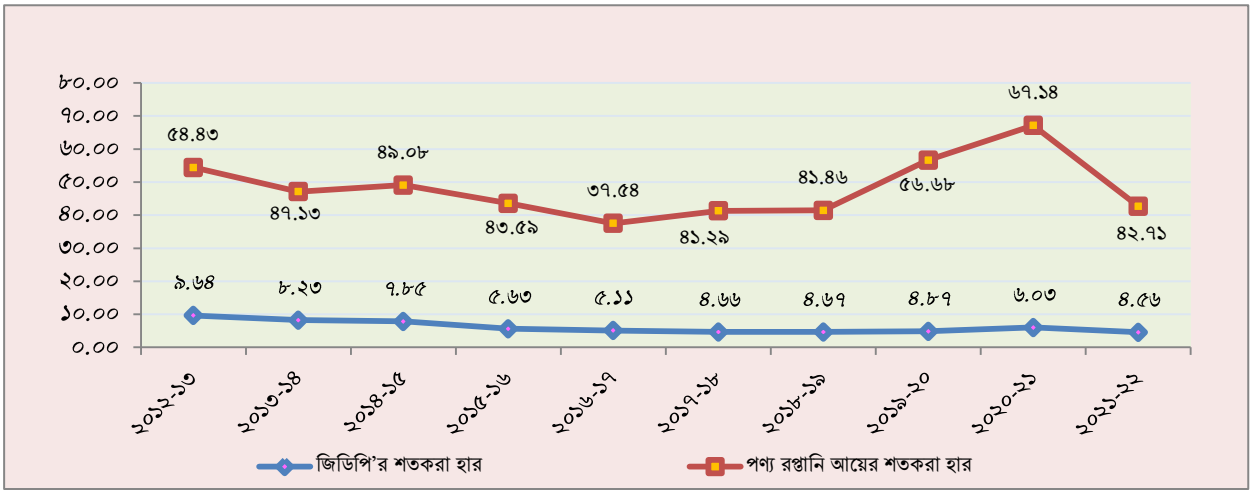


উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

**শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি**

সারণি ৩.৮ এ শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত কয়েক বছরে পেশাজীবী কর্মী গমনের তুলনায় দক্ষ কর্মী গমনের হার সন্তোষজনক।

**সারণি ৩.৮ ঃ শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা**

| সাল | পেশাজীবী | শতকরা হার | দক্ষ | শতকরা হার | আধাদক্ষ | শতকরা হার | স্বল্পদক্ষ | শতকরা হার | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১২ | ৩৬০৮৪ | ৫.৯ | ১৭৩৩৩১ | ২৮.৫ | ১০৪৭২১ | ১৭.১ | ২৯৩৬৬২ | ৪৮.৫ | ৬০৭৭৯৮ |
| ২০১৩ | ৬৮৯ | ০.২ | ১৩৩৭৫৪ | ৩২.৭ | ৬২৫২৮ | ১৫.২ | ২১২২৮২ | ৫১.৯ | ৪০৯২৫৩ |
| ২০১৪ | ১৭৩০ | ০.৪ | ১৪৮৭৬৬ | ৩৫ | ৭০০৯৫ | ১৬.৪ | ২০৫০৯৩ | ৪৮.২ | ৪২৫৬৮৪ |
| ২০১৫ | ১৮২৮ | ০.৩৩ | ২১৪৩২৮ | ৩৮.৫৫ | ৯১০৯৯ | ১৬.৩৯ | ২৪৮৬২৬ | ৪৪.৭৩ | ৫৫৫৮৮১ |
| ২০১৬ | ৪৬৩৮ | ০.৬১ | ৩১৮৮৫১ | ৪২.০৮ | ১১৯৯৪৬ | ১৫.৮৩ | ৩০৩৭০৬ | ৪০.০৮ | ৭৫৭৭৩১ |
| ২০১৭ | ৪৫০৭ | ০.৪৫ | ৪৩৪৩৪৪ | ৪৩.০৭ | ১৫৫৫৬৯ | ১৫.৪৩ | ৪০১৭৯৬ | ৩৯.৮৪ | ১০০৮৫২৫ |
| ২০১৮ | ২৬৭৩ | ০.৩৬ | ৩১৭৫২৮ | ৪৩.২৫ | ১১৭৭৩৪ | ১৬.০৪ | ২৮৩০০২ | ৩৮.৫৫ | ৭৩৪১৮১ |
| ২০১৯ | ১৯১৪ | ০.২৭ | ৩০৪৯২১ | ৪৩.৫৫ | ১৪২৫৩৬ | ২০.৩৬ | ২৫০৭৮৮ | ৩৫.৮২ | ৭০০১৫৯ |
| ২০২০ | ৩৭৮ | ০.১৮ | ৬১৬৯০ | ২৮.৩৪ | ৯৪১২ | ৪.৩২ | ১৪৬১৮৯ | ৬৭.১৬ | ২১৭৬৬৯ |
| ২০২১ | ৮২৪ | ০.১৩ | ১২৯০৫৭ | ২০.৯১ | ১৯৮৭০ | ৩.২২ | ৪৬৭৪৫৮ | ৭৫.৭৪ | ৬১৭২০৯ |
| ২০২২ | ৩৬৪০ | ০.৩২ | ২৫২৩৬২ | ২২.২২ | ৪২৭৭১ | ৩.৭৭ | ৮৩৭১০০ | ৭৩.৬৯ | ১১৩৫৮৭৩ |

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

উক্ত সারণি ৩.৮ এবং লেখচিত্র ৩.৪(ক) ও ৩.৪(খ) থেকে দেখা যায় যে, ২০১০ সালে দক্ষ ও পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানির হার ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির যথাক্রমে প্রায় ২৩.১৯ শতাংশ ও ০.০৯ শতাংশ যা ২০২২ সালে দাঁড়িয়েছে ২২.২২ শতাংশ ও ০.৩২ শতাংশ।

**লেখচিত্র ৩.৪ (ক) : ২০১০ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা**

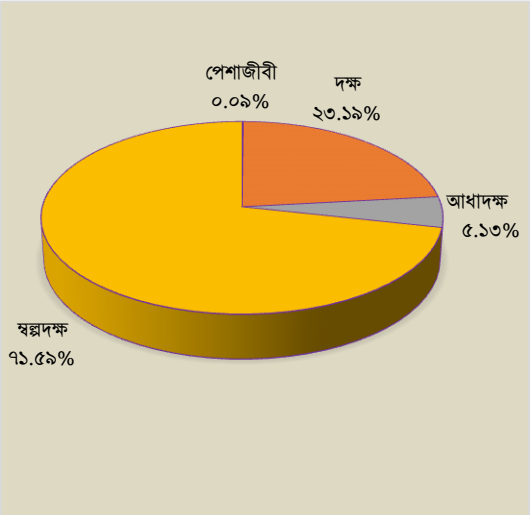


**লেখচিত্র ৩.৪ (খ) : ২০২২ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা**

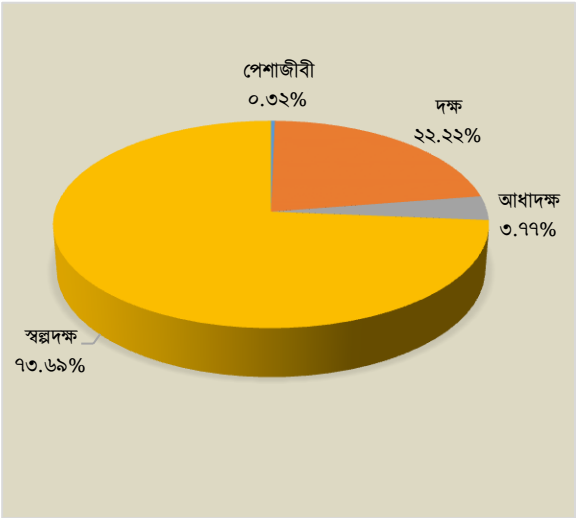


উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক

### দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাস আয়

কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে বিশ্বব্যাপী ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা হ্রাসের কারণে বেশিরভাগ বাংলাদেশী প্রবাসী সৌদি আরব, ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে গিয়েছে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) মোট ২,১৩,৫৭২ জন শ্রমিক অভিবাসী হয়েছেন। দেশভিত্তিক কর্মসংস্থানের তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালে ৬,১২,৪১৮ জন বাংলাদেশি শ্রমিক সৌদি আরবে গিয়েছে, যা মোট অভিবাসনের ৫৩.৯২ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে ওমান (১৫.৮১ শতাংশ), সংযুক্ত আরব আমিরাত (৮.৯৬ শতাংশ), সিঙ্গাপুর (৫.৬৭ শতাংশ) এবং অন্যান্য দেশ (৬.১৩ শতাংশ)।

সারণি ৩.৯ এ ২০১২-২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা এবং লেখচিত্র ৩.৬ (ক) ও ৩.৬ (খ) এ ২০১২ এবং ২০২২ সালের জন্য দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী জনশক্তির সংখ্যা দেখানো হলোঃ

**সারণি ৩.৯ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা**

| সাল | সৌদি আরব | কুয়েত | ইউএই | বাহরাইন | ওমান | মালয়েশিয়া | সিঙ্গাপুর | কাতার | লেবানন | জর্ডান | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১২ | ২১২৩২ | ২ | ২১৫৪৫২ | ২১৭৭৭ | ১৭০৩২৬ | ৮০৪ | ৫৮৬৫৭ | ২৮৮০১ | ১৪৮৬৪ | ১১৭২৬ | ৬৪১৫৭ | ৬০৭৭৯৮ |
| ২০১৩ | ১২৬৫৪ | ৬ | ১৪২৪১ | ২৫১৫৫ | ১৩৪০২৮ | ৩৮৫৩ | ৬০০৫৭ | ৫৭৫৮৪ | ১৫০৯৮ | ২১৩৮৩ | ৬৫১৯৪ | ৪০৯২৫৩ |
| ২০১৪ | ১০৬৫৭ | ৩০৯৪ | ২৪২৩২ | ২৩৩৭৮ | ১০৫৭৪৮ | ৫১৩৪ | ৫৪৭৫০ | ৮৭৫৭৫ | ১৬৬৪০ | ২০৩৩৮ | ৭৪১৩৮ | ৪২৫৬৮৪ |
| ২০১৫ | ৫৮২৭০ | ১৭৪৭২ | ২৫২৭১ | ২০৭২০ | ১২৯৮৫৯ | ৩০৪৮৩ | ৫৫৫২৩ | ১২৩৯৬৫ | ১৯১১৩ | ২২০৯৩ | ৫৩১১২ | ৫৫৫৮৮১ |
| ২০১৬ | ১৪৩৯১৩ | ৩৯১৮৮ | ৮১৩১ | ৭২১৬৭ | ১৮৮২৪৭ | ৪০১২৬ | ৫৪৭৩০ | ১২০৩৮২ | ১৫০৯৫ | ২৩০১৭ | ৫২৭৩৫ | ৭৫৭৭৩১ |
| ২০১৭ | ৫৫১৩০৮ | ৪৯৬০৪ | ৪১৩৫ | ১৯৩১৮ | ৮৯০৭৪ | ৯৯৭৮৭ | ৪০৪০১ | ৮২০১২ | ৮৩২৭ | ২০৪৪৯ | ৪৪১১০ | ১০০৮৫২৫ |
| ২০১৮ | ২৫৭৩১৭ | ২৭৬৩৭ | ৩২৩৫ | ৮১১ | ৭২৫০৪ | ১৭৫৯২৭ | ৪১৩৯৩ | ৭৬৫৬০ | ৫৯৯১ | ৯৭২৪ | ৬৩০৮২ | ৭৩৪১৮১ |
| ২০১৯ | ৩৯৯০০০ | ১২২৯৯ | ৩৩১৮ | ১৩৩ | ৭২৬৫৪ | ৫৪৫ | ৪৯৮২৯ | ৫০২৯২ | ৪৮৬৩ | ২০৩৪৭ | ৮৬৮৭৯ | ৭০০১৫৯ |
| ২০২০ | ১৬১৭২৬ | ১৭৪৪ | ১০৮২ | ৩ | ২১০৭১ | ১২৫ | ১০০৮৫ | ৩৬০৮ | ৪৮৮ | ৩৭৬৯ | ১৩৯৬৮ | ২১৭৬৬৯ |
| ২০২১ | ৪৫৭২২৭ | ১৮৪৮ | ২৯২০২ | ১১ | ৫৫০০৯ | ২৮ | ২৭৮৭৫ | ১১১৫৮ | ২৩৫ | ১৩৮১৬ | ২০৮০০ | ৬১৭২০৯ |
| ২০২২ | ৬১২৪১৮ | ২০৪২২ | ১০১৭৭৫ | ১০ | ১৭৯৬১২ | ৫০০৯০ | ৬৪৩৮৩ | ২৪৪৪৭ | ৮৫৮ | ১২২৩১ | ৬৯৬২৭ | ১১৩৫৮৭৩ |
| ২০২৩* | ৮৫৩১৯ | ৪৮৫১ | ১৪৫৭৫ | ১ | ৩১৯২৫ | ৫৪৩১৪ | ৬৯৬১ | ৪২০২ | ২৮৩ | ৬৪৭ | ১০৪৯৪ | ২১৩৫৭২ |

উৎসঃ জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক।*ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। লেখচিত্র ৩.৫ (ক) এবং ৩.৫ (খ) থেকে দেখা যায়, ২০১২ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির সিংহভাগ ৩৫.৪৫ শতাংশ হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এবং ২০২২-এ হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৮.৯৬ শতাংশে। অন্যদিকে, সৌদি আরবে ২০১২ সালে জনশক্তি রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানির মাত্র ৩.৪৯ শতাংশ হলেও ২০২২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ওমানে ২০১২ সালে ২৮.০২ শতাংশ জনশক্তি রপ্তানি হলেও ২০২২ সালে তা হ্রাস পেয়ে ১৫.৮১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কাতার ও সিংগাপুরে জনশক্তি রপ্তানি ২০১২ সালের তুলনায় ২০২২-এ হ্রাস পেয়েছে।

**লেখচিত্র ৩.৫ (ক) ঃ ২০১২ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার**

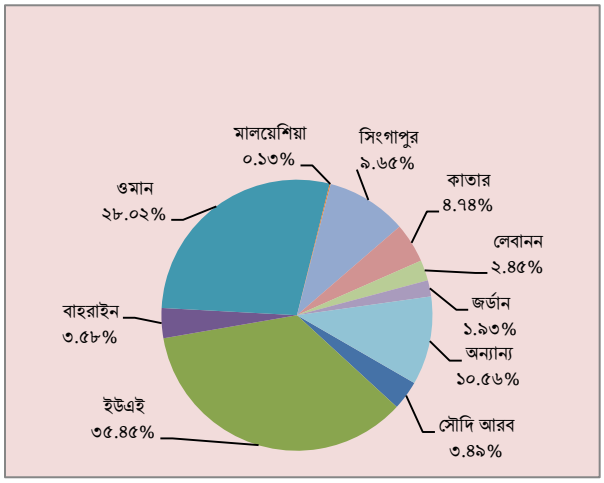


**লেখচিত্র ৩.৫ (খ) : ২০২২ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার**

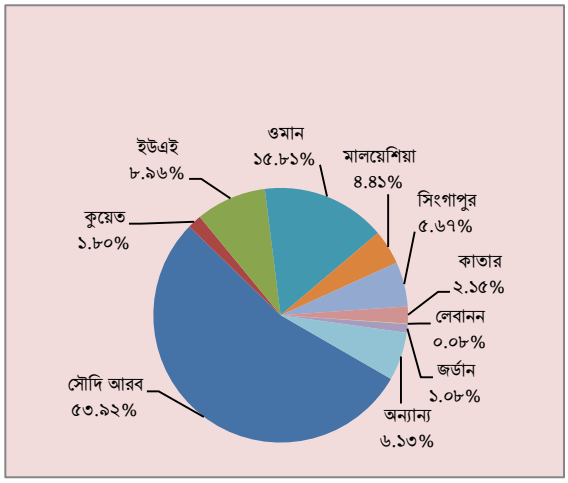


উৎসঃ জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে এসেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্র থেকে সর্বাধিক রেমিট্যান্স (১৭.৮ শতাংশ) এসেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের তথ্য দেখাচ্ছে যে, সৌদি আরব থেকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে, যা প্রায় ১৭.৭ শতাংশ। এর পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৩.৫ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (৮.৯ শতাংশ), কুয়েত (৭.৩ শতাংশ) এবং কাতার (৬.৮ শতাংশ)। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত রেমিট্যান্সের আন্ত:প্রবাহের দেশভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যানের শতকরা অংশ এবং দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ সারণি ৩.১০ এবং লেখচিত্র ৩.৬-এ দেখানো হলোঃ

**সারণি ৩.১০ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ**

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

| অর্থবছর | সৌদি আরব | ইউএই | কাতার | ওমান | কুয়েত | বাহরাইন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | যুক্তরাজ্য | মালয়েশিয়া | সিঙ্গাপুর | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১২-১৩ | ৩৮৩১.৯ | ২৮২৯.৪ | ২৮৬.৯ | ৬১০.১ | ১১৮৬.৯ | ৩৬১.৭ | ১৮৫৯.৮ | ৯৯১.৬ | ৯৯৭.৪ | ৪৯৮.৮ | ১০০৬.৭ | ১৪৪৬১.২ |
| ২০১৩-১৪ | ৩১১৯.৬ | ২৬৮৪.৯ | ২৫৭.৫ | ৭০১.১ | ১১০৬.৯ | ৪৫৯.৪ | ২৩২৩.৩ | ৯০১.২ | ১০৬৪.৭ | ৪২৯.১ | ১১৮০.৬ | ১৪২২৮.৩ |
| ২০১৪-১৫ | ৩৩৪৫.২ | ২৮২৩.৮ | ৩১০.২ | ৯১৫.৩ | ১০৭৭.৮ | ৫৫৪.৩ | ২৩৮০.২ | ৮১২.৩ | ১৩৮১.৫ | ৪৪৩.৪ | ১২৭২.৯ | ১৫৩১৬.৯ |
| ২০১৫-১৬ | ২৯৫৫.৬ | ২৭১১.৭ | ৪৩৫.৬ | ৯০৯.৭ | ১০৪০.০ | ৪৯০.০ | ২৪২৪.৩ | ৮৬৩.৩ | ১৩৩৭.১ | ৩৮৭.২ | ১৩৭৬.৬ | ১৪৯৩১.১ |
| ২০১৬-১৭ | ২২৬৭.২ | ২০৯৩.৫ | ৫৭৬.০ | ৮৯৭.৭ | ১০৩৩.৩ | ৪৩৭.১ | ১৬৮৮.৯ | ৮০৮.২ | ১১০৩.৬ | ৩০০.৯ | ১৫৬৩.১ | ১২৭৬৯.৫ |
| ২০১৭-১৮ | ২৫৯১.৬ | ২৪৩০.০ | ৮৪৪.১ | ৯৫৮.২ | ১১৯৯.৭ | ৫৪১.৬ | ১৯৯৭.৫ | ১১০৬ | ১১০৭.২ | ৩৩০.২ | ১৮৭৫.৬ | ১৪৯৮১.৭ |
| ২০১৮-১৯ | ৩১১০.৪ | ২৫৪০.৪ | ১০২৩.৯ | ১০৬৬.১ | ১৪৬৩.৪ | ৪৭০.১ | ১৮৪২.৯ | ১১৭৫.৬ | ১১৯৭.৬ | ৩৬৮.৩ | ২১৬০.৯ | ১৬৪১৯.৬ |

| অর্থবছর | সৌদি আরব | ইউএই | কাতার | ওমান | কুয়েত | বাহরাইন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | যুক্তরাজ্য | মালয়েশিয়া | সিঙ্গাপুর | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৯-২০ | ৪০১৫.২ | ২৪৭২.৬ | ১০১৯.৬ | ১২৪০.৫ | ১৩৭২.২ | ৪৩৭.২ | ২৪০৩.৪ | ১৩৬৪.৯ | ১২৩১.৩ | ৪৫৭.৪ | ২১৯০.৭ | ১৮২০৫ |
| ২০২০-২১ | ৫৭২১.৪ | ২৪৪০.০ | ১৪৫০.২ | ১৫৩৫.৬ | ১৮৮৬.৫ | ৫৭৭.৭ | ৩৪৬১.৭ | ২০২৩.৬ | ২০০২.৪ | ৬২৪.৯ | ৩০৫৩.৭ | ২৪৭৭৭.৭ |
| ২০২১-২২ | ৪৫৪২.০ | ২০৭১.৯ | ১৩৪৬.৫ | ৮৯৭.৪ | ১৬৮৯.৬ | ৫৬৬.৬ | ৩৪৩৮.৪ | ২০৩৯.২ | ১০২১.৯ | ৩৮৫.২ | ৩০৩৩.১ | ২১০৩১.৭ |
| ২০২১-২২* | ৩১০৮.৮ | ১০৮২.৩ | ৮৯৪.৪ | ৬০৭.৬ | ১০৯২.০ | ৩৬৩.০ | ২২০৭.৪ | ১২৩৯.২ | ৬৭৫.৮ | ২৬২.৫ | ১৯০৫.৫ | ১৩৪৩৮.৫ |
| ২০২২-২৩* | ২৪৮০.১ | ১৮৯৬.৫ | ৯৪৮.৭ | ৪৩৮.৬ | ১০১৯.৩ | ৩১৯.১ | ২৪৯৭.২ | ১২৪৮.৩ | ৭৩২.৩ | ২৫২.২ | ২১৮১.১ | ১৪০১৩.৪ |

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। * জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

**লেখচিত্র ৩.৬ ঃ ২০১২-১৩ এবং ২০২২-২৩* অর্থবছরের দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র**

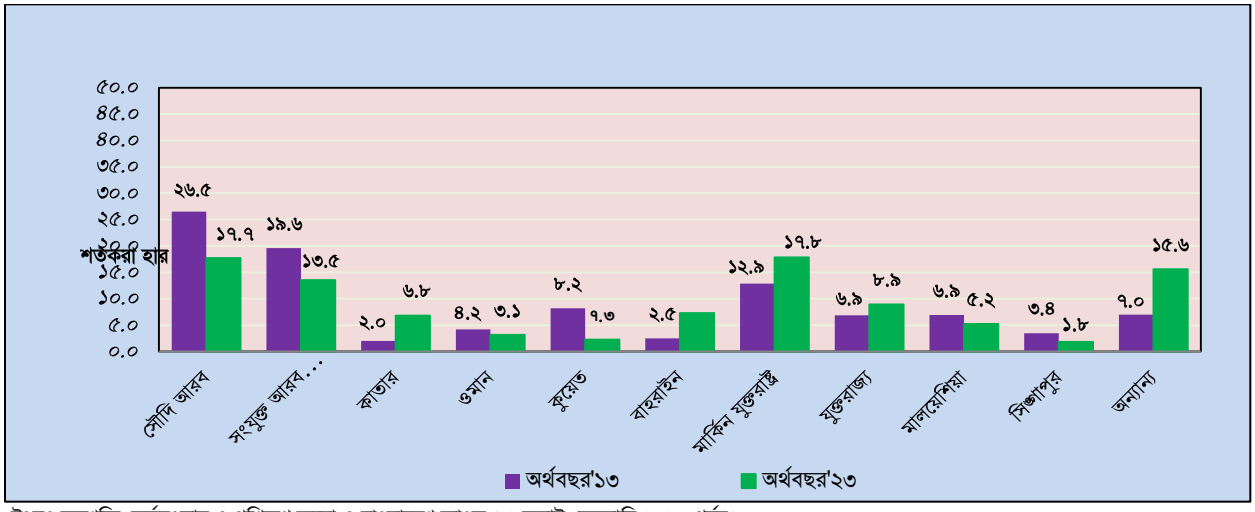


উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক । * জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

**বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ**

**ক) ইন্টারন্যাশনাল কার্ডের মাধ্যমে আবাসিক এজেন্টদের ভিসা প্রসেসিং ফি বাবদ রেমিটেন্সঃ**

ভিসা প্রসেসিং ফি এর অনলাইন পেমেন্টের সুবিধার্থে আন্তর্জাতিক কার্ড (ডেবিট/প্রিপেইড) ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অনুমোদিত ডিলারগণ GFET তে উল্লেখিত নির্দেশাবলী পালনপূর্বক মনোনীত এজেন্টদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের নামে আন্তর্জাতিক কার্ড ইস্যু করতে পারবেন।

**খ) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার (MFSPs) দ্বারা ইনওয়ার্ড ওয়েজ রেমিট্যান্সঃ**

অধিকতর নমনীয়তা আনয়নের নিমিত্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত MFSP-দের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে পরিষেবা প্রদানকারী/ ব্যাংক/ডিজিটাল ওয়ালেট/কার্ড স্কিম এবং/অথবা বিদেশে অবস্থিত এগ্রিগেটরদের (অনুমোদিত/লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিদেশী পেমেন্ট সেবা প্রদানকারী বা বিদেশী PSPs হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সাথে মিলিতভাবে অয়েজ আর্নারসদের রেমিট্যান্স পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হবে। এই প্রেক্ষাপটে, MFSP-দের বিদেশী PSP-এর সাথে স্থায়ী ব্যবস্থা থাকতে হবে যেখানে তাদের অ্যাকাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া সাপেক্ষে সমপরিমাণ টাকা অয়েজ আর্নারসদের MFS অ্যাকাউন্টে জমা হবে। পরবর্তীতে বিদেশী পিএসপিগুলি নির্ধারিত AD এর নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট প্রদান করবে। অয়েজ আর্নারসরা টাকা পাওয়ার পর বিদেশ থেকে MFS অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে টাকায় সমস্ত লেনদেন করতে পারেন।

**গ) শ্রমবাজার সম্প্রসারণ**

মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও সুপরিচিত শ্রমবাজার। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শ্রমিকদের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত শ্রমবাজার ছাড়াও বর্তমানে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাপানের সাথে

বাংলাদেশ হতে গৃহকর্মী প্রেরণের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্প্রতি গ্রিস, মালদ্বীপ এবং ব্রুনাইয়ের সাথে কর্মী প্রেরণের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণের চাহিদা নিরুপনের জন্য ৫৩টি দেশে শ্রমবাজার গবেষণা করা হয়েছে।

**ঘ) অভিবাসন ব্যয় হ্রাস**

বাংলাদেশে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অন্যতম প্রধান অন্তরায় উচ্চ অভিবাসন ব্যয়। এ ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে শ্রমবাজারসমূহে দেশভিত্তিক সর্ব্বোচ অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। একমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন নিয়োগকারী সংস্থা বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) কর্তৃক বিনা ব্যয়ে অথবা সর্বনিম্ন অভিবাসন ব্যয়ে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। সৌদি আরব, কাতার, জর্ডান, হংকং, লেবাননসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বিনা খরচে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। নারী কর্মীদের বাধ্যতামূলক ১ মাসের প্রশিক্ষণ এর মেয়াদ দুই মাসে উন্নীত করা হয়েছে। ২০২২ সালে প্রেরিত নারী কর্মীর সংখ্যা ১,০৫,৪৬৬ জন।

**ঙ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন**

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বেশী, এই বিষয়টি মাথায় রেখে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং ৮৯ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২ সালে উল্লিখিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ৫৫টি ট্রেডে মোট ১০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯৫৮ জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কারিগরি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৪১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। আরও ৬০টি টিটিসি নির্মাণের প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিএমইটির আওতাধীন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৩৫৭ জন প্রশিক্ষককে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সৌদি আরব ও হংকং এর সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যাতে নারী কর্মীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে সরাসরি বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে।

**চ) অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন**

রিক্রুটিং এজেন্সী এবং দালালদের প্রতারণামূলক কার্যকলাপ হ্রাস করতে ফিঙ্গার প্রিন্টসহ অভিবাসী কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুবিধাসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজেশন করার মাধ্যমে ডাটাবেইজড নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। ডাটাবেস নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ড দিয়ে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হচ্ছে। বিমানবন্দরে বিদেশগামী কর্মীদের বিড়ম্বনা ও প্রতারণা বন্ধকরণের জন্য তাদের তথ্য স্মার্টকার্ডে লিপিবদ্ধ করে পুনরুদ্ধার করা হয়।

**ছ) অভিবাসনখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নতুন আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন**

অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' এবং 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। নিয়োগকারী সংস্থাগুলি অভিবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার 'বিদেশী কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী (নিয়োগকারী এজেন্ট লাইসেন্স এবং আচরণ) বিধিমালা ২০১৯' এবং 'বিদেশী কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণীবিভাগ) নীতিমালা ২০২০' প্রবর্তন করেছে। অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা প্রকল্প ২০১৯ সাল থেকে গৃহীত হয়েছে। বিদেশ গমনেচ্ছু অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

**জ) বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদানের হার বৃদ্ধি**

কোভিড-১৯ সময়কালে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানো সহজীকরণ ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সহায়ক নীতিমালা প্রবাসীদেরকে অধিক রেমিট্যান্স প্রেরণে সহায়তা করেছে। এটা আশা করা যাচ্ছে, উচ্চ বিনিময় হার, ২.৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সহ অভিবাসীরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ আনুষ্ঠানিক আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারবে।

**ঝ) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন হতে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অর্জিত রেমিট্যান্স এর বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদানঃ**

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত সেনা/নৌ/বিমান/পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ে অর্জিত অর্থ বৈধ উপায়ে দেশে প্রেরণ করলে উক্ত অর্থের বিপরীতে নগদ /প্রণোদনা প্রদানের ক্ষেত্রে ১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের উপর ২% নগদ /প্রণোদনা প্রযোজ্য হবে এবং ১ জানুয়ারী, ২০২২ হতে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের উপর ২.৫% নগদ /প্রণোদনা প্রযোজ্য হবে।

## সংযোজনী ৩.১
## শ্রম উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় বিশেষ করে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শিল্পে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মধ্য দিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, শ্রম আইন বাস্তবায়ন এবং তা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুগোপযোগীকরণ, জাতীয় শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দক্ষ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ এবং শ্রম ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন লক্ষ্য যেমন শিশুশ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, সমকাজে সমমজুরী নির্ধারণ ইত্যাদি অর্জনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

**(ক) নিয়মিত কার্যক্রম**

- **শ্রম পরিদর্শন:** দেশের সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর লক্ষ্য। সে উদ্দেশ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে এ অধিদপ্তর কাজ করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৪৩,৬৪৪টি এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩২,৮৭২টি পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- **অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি:** কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তা নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৩,৬০৪টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সবগুলো অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩,০৮১টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মোট ২,৯৫১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- **শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা:** বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১,৪২১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৪৯০টি। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১৪২৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৬৮২টি।
- **প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরন:** কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১২,৬৬৪ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। এজন্য মালিক কর্তৃক শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৪৭.১১ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৮০৭৫ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৪৯.৩০ কোটি টাকা।
- **শিশুকক্ষ স্থাপন:** কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ২০২১-২২ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৫১৫টি এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২১৯টি শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।
- **লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন:** ২০২১-২২ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ১০,৫৬৮টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ৩৬,৭৮৬টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৪,৩৯৬টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ২৬,০৯৩টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে।
- **কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ:** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শন চেকলিস্টের বিধানগুলো প্রতিপালনে 'এ' শ্রেণীভুক্ত হলে, কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স কারখানা হিসেবে ধরা হয়। কমপ্লায়েন্স কারখানাগুলো বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ধারা এবং বিধি প্রতিপালন করে থাকে।

২০২১-২২ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৩৩৬টি কারখানায় এরূপ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১০৬৮টি কারখানায় এরূপ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে।

- **কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান:** দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৫টি দুর্ঘটনায় আহত ১৮০ জন শ্রমিক এবং নিহত ১৪৬ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৩.১৭ কোটি টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৪৬টি দুর্ঘটনায় আহত ৩৪ জন শ্রমিক এবং নিহত ৩৫ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৬৮.৪৫ লক্ষ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- **সেইফটি কমিটি গঠন:** কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা ১১০৭টি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৬,৪৯৭টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**(খ) বিশেষ কার্যক্রম:**

- **শ্রম পরিদর্শন ডিজিটালাইজেশন:** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন প্রবর্তন একটি বড় উদ্যোগ। এজন্য ৬ মার্চ ২০১৮ লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) নামে একটি অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এটি একইসঙ্গে মোবাইল ও ওয়েবসাইটভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন, যার মাধ্যমে অধিদপ্তরের সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা রয়েছে।
- **জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন:** পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদনের জন্য রাজশাহীর তেরখাদিয়ায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSRTI)-এর নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের এই ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা সহজতর হবে। দেশব্যাপী সকল অংশীজনের মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারণার কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে অধিদপ্তরে "OSH Unit" গঠন করা হয়েছে।
- **নারী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ:** তৈরী পোষাকসহ অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের স্বল্পব্যয়ে ও নিরাপদ আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ৯৬০ শয্যা ও নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ৬২০ শয্যাসহ মোট ১,৫৮০ শয্যা বিশিষ্ট ২টি ডরমিটরি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- **উদ্ভাবনী ও ডিজিটাল কার্যক্রম:** বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী সকল কারখানা/প্রতিষ্ঠানকে অধিদপ্তর থেকে কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং কারখানা/প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক Labour Inspection Management Application (LIMA) সফটওয়্যারের মাধ্যমে কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের আবেদন এবং কারখানা/প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন করা যাচ্ছে। লাইসেন্স ফি জমা দেওয়ার জন্য কোন ব্যাংকে যেতে হয় না। ২০১৮ সালে LIMA উদ্বোধনের পর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাস পর্যন্ত উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে মোট ৫৯৬৮টি নতুন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, ১৫৫৪টি কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ৪০১৬টি লাইসেন্সের নবায়ন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান প্রধান সেবাসমূহ সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে 'পাবলিকলি এক্সেসিবল ডাটাবেইজ' নামক অনলাইন তথ্যভান্ডার চালু করা হয়েছে। ডাইফ ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেমে সকল মাঠ পর্যায়ের উপমহাপরিদর্শকগণ তাদের স্ব স্ব কার্যালয় হতে রিপোর্টিং সিস্টেমের লগইন পেজে প্রবেশ করে প্রধান কার্যালয় হতে চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত টেমপ্লেটে/কলাম এ রিপোর্টিং এর কাজ সম্পন্ন করতে পারছেন। সেবাসমূহ আরো সহজ ও সংশ্লিষ্টদের দোরগোঁড়ায় পৌঁছানোর জন্য 'শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকথা' নামে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, শ্রমিক ও শ্রম

সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ, এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনকে স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে হট-লাইন কার্যক্রমও চালু করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের অনুদান মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিক ও তাদের পরিবারের নিকট পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

- **শ্রমিকের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম:** দেশের ০৩ টি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক কল্যাণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গত ০১ এপ্রিল ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে রাঙামাটির ঘাঘরায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মজীবী মহিলা শ্রমিকদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বসবাসরত মহিলা শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গত ০১ এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে নারায়নগঞ্জের বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল এবং ০৫ শয্যার চিকিৎসা কেন্দ্র সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।